[২০১৮] ১৩ এস সি আর ৪৪৩

ওড়িশা রাজ্য

বনাম

দশরথি মেহের

(২০১৩ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭৩৬২)

২৭, সেপ্টেম্বর, ২০১৮

[মদন বি. লোকুর এবং দীপক গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতের সংবিধান- অনুচ্ছেদ, ৩৪১ এবং ৩৪২-১৯৫০ রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করার পরে আপিলকারী-সেন্ট ইটের মধ্যে "কুলিদের" তফসিলি উপজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে-তবে, ১৯৫৬ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশ কেবলমাত্র সম্বলপুর জেলায় "কুলিদের" রাজ্যের তফসিলি জাতি হিসাবে ঘোষণা অব্যাহত রেখেছিল-রাষ্ট্রপতি আদেশগুলি ১৯৭৬ সালের আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল যেখানে "কুলিদের" তফসিলি উপজাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে, "কুলিদের" তফসিলি উপজাতি হিসাবে অবহিত করা হয়েছিল-ইস্যুকে "কুলি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭৬ সালের আইনে "কুলি" হিসাবে উল্লিখিত উপজাতিটির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা আসলে "কুলি" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা-

আদেশঃ রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করার পরে উপজাতি বা তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায় বা তফসিলি উপজাতি বা গোষ্ঠীগুলির অংশগুলি নির্দিষ্ট করে-তবে ১৯৫৬ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশে বলা হয়েছিল যে সংবিধানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির দ্বারা কুলিদের রাজ্যের কোনও উপজাতিকে "কুলিদের" বা "রাজ্যের কোনও উপজাতির" তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হবে, এবং রাষ্ট্রপতির দ্বারা বলা হয়েছে যে পরে কুলিদের "কুলিদের" তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

-এটিও কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনালের অধিকার নয়-অন্য কোনও ব্যাখ্যার অর্থ হবে যে কেউই "কুলি" উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুবিধা নিতে পারবে নাটার্ম "কুলি"-তে "কুলি" সম্প্রদায়ের সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে-তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি আদেশ (সংশোধনী) আইন, ১৯৭৬, তফসিলি দ্বিতীয়, অংশ XI, সংবিধান (তফসিলি উপজাতি) আদেশ, ১৯৫০ অংশ তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি তালিকা (সংশোধন) আদেশ, ১৯৫৬-খণ্ড IX, তফসিল I, খণ্ড LX, তফসিল III

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশঃ ১ আদালতের সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও, আপিলকারী এবং হস্তক্ষেপকারী "কুলিস" নামে একটি পৃথক সম্প্রদায় রয়েছে তা দেখানোর জন্য কোনও উপাদান উপস্থাপন করতে পারেননি। বার বার, যে নথিগুলি উল্লেখ করা হয়েছিল সেগুলি ছিল সম্বলপুর জেলায় "কুলিস"-কে তফসিলি জাতি হিসাবে ঘোষণা করার সময় সম্পর্কিত নথি যেখানে "কুলিস" সমগ্র রাজ্যে একটি উপজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। উভয় পক্ষের দ্বারা উল্লিখিত নথিগুলি যা প্রতিবেদনের প্রকৃতির বেশি, ইঙ্গিত দেয় যে "কুল" তাঁতিদের একটি সম্প্রদায় যারা আগে বনবাসী ছিল। এই সম্প্রদায়টি খুব মোটা ধরনের কাপড় বুননে নিযুক্ত। কোনও নথিতে এমন কোনও উপাদান পাওয়া যায়নি যা দেখায় যে "কুলি" বা "কুলি" দুটি ভিন্ন বর্ণ বা উপজাতি যা কিছু ভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কিত। সমস্ত নথিতে তাদের সমার্থকভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৪৫২০-এইচ; ৪৫৩-এ-সি]

১,২, জনসংখ্যা দেখানো বিবৃতিতে, উভয় সম্প্রদায়কে "কুলি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু পেশা বর্ণনা করার সময়, সম্প্রদায়ের সদস্যদের "কুলি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি দেখায় যে "কুলি" নামে পরিচিত শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায় ছিল, যা সম্বলপুর জেলায় কিছু সময়ের জন্য তফসিলি জাতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল কিন্তু সমগ্র ওড়িশা রাজ্যের জন্য তফসিলি উপজাতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। রাজ্য দ্বারা উপস্থাপিত কোনও নথিতে, "কুলি" নামে একটি পৃথক বর্ণ বা উপজাতি রয়েছে তা দেখানোর কোনও ইঙ্গিত নেই। [অনুচ্ছেদ ২১] [৪৫৫-ডি]

১.৩ তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি কমিশনারের ২৪ "প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্বলপুরকে " কুলি "সম্প্রদায়কে তফসিলি জাতির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ওড়িশা রাজ্য বনাম দশরথি মেহের ৪৪৫

ইতিমধ্যেই "কুলি" হিসাবে রাজ্য জুড়ে তফসিলি উপজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে কমিশনারের অভিমত ছিল যে "কুলি" সম্প্রদায় যা সম্বলপুর জেলার তফসিলি জাতি হিসাবে ঘোষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ছিল, এখন তফসিলি উপজাতি বিভাগে পড়বে। [অনুচ্ছেদ ২২] [৪৫৫-ই-এইছ]

১.৪ রাজ্যটি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে যে "কুলি" নামে পরিচিত কোনও সম্প্রদায় বা উপজাতি রয়েছে। সম্প্রদায়টি "কুলর" নামে পরিচিত। এছাড়াও, এটি স্পষ্ট যে আদেশে ব্যবহৃত "কুলি" শব্দটি "কুলি"-র জন্য বহুবচন প্রকৃতির। উল্লেখ করা বিভিন্ন নথি থেকে এটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেখানে-"কুলি" এবং "কুলি" শব্দগুলি বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং যদিও বর্ণ বা উপজাতিকে "কুলি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সম্প্রদায়ের সদস্যদের, যখন একসাথে মোকাবিলা করা হয়, তখন "কুলি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উপরন্তু, ১৯৭৬ সালের সংশোধনী আইনের হিন্দি সংস্করণে, তফসিলি উপজাতিকে "কুলি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং "কুলি" হিসাবে নয়। [অনুচ্ছেদ ২৩] [৪৫৬-এ-বি]

১.৫, আদালতের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত এবং আদালত ৩৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে জারি করা রাষ্ট্রপতির আদেশ বা সংসদ কর্তৃক জারি করা প্রজ্ঞাপনে সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োগ করতে পারে না। কেউ এই আদালতের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। আদালত তফসিলভুক্ত জাতি ও তফসিলি উপজাতির বিজ্ঞাপিত তালিকায় যোগ, পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। আদালত এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ বিবেচনা করতে পারে না। একই সময়ে, আদালত বিজ্ঞাপিত তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতির তালিকায় উল্লিখিত কোনও জাতি বা উপজাতিকে এই ধরনের ব্যাখ্যা দিতে পারে না যা সংসদের অভিপ্রায়কে বাতিল করার প্রভাব ফেলবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীকালে সংসদ তফসিলি উপজাতির তালিকায় "কুলিদের" অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। দেখা গেছে যে ওড়িশা রাজ্যে "কুলিদের" নামে কোনও সম্প্রদায় নেই। একমাত্র সম্প্রদায় হল "কুলি"। যদি "কুলর"-কে "কুলিদের" মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, তবে মোট ফলাফল হবে তফসিলি উপজাতির তালিকা থেকে কোনও উপজাতি মুছে ফেলা। এটিও কোনও আদালত বা ট্রাইবুনেলের অধিকারী নয়। তালিকার এন্ট্রিগুলি এমনভাবে পড়তে হবে যা সংসদের অভিপ্রায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আগে রাষ্ট্রপতি এবং পরে সংসদ ব্যবহার করার সময়-

"কুলিস" শব্দটি শুধুমাত্র "কুলি" শব্দের বহুবচন হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। অন্য যে কোনও ব্যাখ্যার অর্থ হবে যে কেউ "কুলিস" উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুবিধা নিতে পারবে না। ইংরেজি সংস্করণে "কুলিস" শব্দটি "কুলর" সম্প্রদায়ের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করবে। [অনুচ্ছেদ ১০,২৫ এবং ২৬] [৪৫১-ডি-ই; ৪৫৬-ই-এইচ; ৪৫৭-এ-বি]

বি. বাসাবলিঙ্গপ্পা বনাম ডি. মুনিচিন্নাপ্পা [১৯৬৫] ১ এস. সি. আর ৩১৬ ৩; ভাইয়া লাল বনাম হরিকিশন সিং এ. আই. আর ১৯৬৫ এস. সি ১৫৫৭: [১৯৬৫] ২ এস. সি. আর ৮৭৭; মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম মিলিন্দ (২০০১) ১ এস. সি. সি ৪: [২০০০] ৫ সম্পূরক। এস. সি. আর ৬৫; সি. সেবারাম মেহের বনাম উড়িষ্যা রাজ্য ৫৮ (১৯৮৪) সি. এল. টি ৫৬২-উল্লিখিত।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

[১৯৬৫] ১ এস. সি. আর. ৩১৬ অনুচ্ছেদ ৭, উল্লেখ করা হয়েছে

[১৯৬৫] ২ এস. সি. আর. ৮৭৭ অনুচ্ছেদ ৮, উল্লেখ করা হয়েছে

[২০০০] ৫ পরিপূরক এস. সি. আর. ৬৫ অনুচ্ছেদ ৯, উল্লেখ করা হয়েছে

৫৮ (১৯৮৪) সি. এল. টি ৫৬২ অনুচ্ছেদ ১৪, উল্লেখ করা হয়েছে

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানি আপিল নং ৭৩৬২, ২০১৩ এর

কটকের উড়িষ্যা হাইকোর্টের ডব্লিউ. পি. (সি) নং ১৮১৪০, ২০১১ এর।

দেওয়ানি আপিল নং ২০১৩, দেওয়ানি আপিল নং ১০০৬৬,১০০৬১ এবং ১০০৬৫।

ভি. গিরি, সিনিয়র অ্যাড., শিবাশিষ মিশ্র, আশীষ কুমার সিনহা, চন্দন কুমার মন্ডল, শ্রীমতি অনিন্দিতা পূজারি, সুশ্রী কবিতা ভরদ্বাজ, এস.কে. পাত্রী, এস.কে. রাজোরা, মো. গয়াসুদ্দিন, আরপি গোয়াল, রামেশ্বর প্রসাদ গয়াল, সৌম্যজিৎ পাণি, শ্রীমতি স্বধা শঙ্কর, চিত্তরঞ্জন সিং, সুনীল কুমার জৈন, বিনোদ কান্না বি., শিবাশিষ মিশ্র, শ্রীমতি রেণুকা সাহু, জয় সাভলা আইনজীবীগণ উপস্থিত দলগুলোর জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন **দীপক গুপ্ত, বিচারপতি**।

১. এসএলপি (সি) নং ১৩১৭২/২০১৫, এসএলপি (সি) নং ১৩১৬৯/২০১৫ এবং এসএলপি (সি) নং ১৩১৭১/২০১৫-এর বিশেষ অনুমতি মঞ্জুর করা হলো।

২. ১৯৭৬ সালের তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি আদেশ
(সংশোধনী) আইনের দ্বিতীয় তফসিলে দ্বাদশ অংশে ৪২ নং ক্রমিকে
"কুলি" হিসাবে উল্লিখিত উপজাতিতে
"কুলি" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত কিনা, সেটাই হলো এই মামলাগুলির গোষ্ঠীতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়।

৩. ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

৩৪২, তফসিলি উপজাতিঃ- (১) রাষ্ট্রপতি, যে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সম্পর্কে, এবং যেখানে এটি একটি রাজ্য, সেখানে রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শের পর, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই সংবিধানের উদ্দেশ্যে, ক্ষেত্রমত, সেই রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে তফসিলি উপজাতি হিসাবে বিবেচিত হবে এমন উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায় বা উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের অংশ বা গোষ্ঠীগুলি নির্দিষ্ট করতে পারবেন।

(২) সংসদ আইন দ্বারা শর্ত (১) এর অধীনে জারি করা প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট তফসিলি উপজাতির তালিকায় কোনও উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায় বা কোনও উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও অংশ বা গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দিতে পারে, তবে পূর্বোক্ত হিসাবে ব্যতীত উক্ত ধারার অধীনে জারি করা প্রজ্ঞাপনে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পরিবর্তন করা হবে না।

৪. এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ১s তফসিলি জাতি সম্পর্কিত ৩৪১ অনুচ্ছেদের সাথে প্রায় অভিন্ন। একমাত্র পার্থক্য হল যে ৩৪১ অনুচ্ছেদে "বর্ণ, জাতি বা উপজাতি বা বর্ণ, জাতি বা উপজাতির মধ্যে কিছু অংশ বা গোষ্ঠী" নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে ৩৪২ অনুচ্ছেদে কেবল "উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায় বা উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু অংশ বা গোষ্ঠী" নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ছোট পার্থক্যটি এই মামলাগুলির তথ্যের উপর দুটি অনুচ্ছেদকে ব্যাখ্যা করার সময় কোনও প্রভাব ফেলবে না।

৫. আবেদনকারী, ওড়িশা রাজ্য (পূর্বে 'উড়িষ্যা' নামে পরিচিত) এবং মধ্যস্থতাকারীর অবস্থান হল যে যেহেতু তফসিলি জাতি ও 'তফসিলি উপজাতি আদেশে, যে উপজাতিকে তফসিলি উপজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে তা হল' কুলি ', তাই' কুলি 'সম্প্রদায়ের সদস্যরা তফসিলি উপজাতি হিসাবে ঘোষিত হওয়ার সুবিধা নিতে পারবেন না। আরও বলা হয়েছে যে এই আদালত সহ কোনও আদালতেরই ধারা পরিবর্তন বা সংশোধন করার ক্ষমতা নেই

রাষ্ট্রপতি আদেশে এবং পরে সংসদ আইনে যা বলা হয়েছে এবং তাই, হাইকোর্ট এই রায় দিয়ে ভুল করেছে যে "কুলিস"-এ "কুল্ট" অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৬. বিষয়টির বাস্তবসম্মত দিক নিয়ে আলোচনা করার আগে এই বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করার সময় আদালতের আইনি অবস্থান এবং ক্ষমতার সীমার পুনরাবৃত্তি করা প্রাসঙ্গিক হবে। সংবিধানের ৩৪২ অনুচ্ছেদের (১) ধারাটি খালি পর্যালোচনায় স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতি কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের সাথে পরামর্শ করার পরে, প্রকাশ্য প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায় বা এর অংশ বা গোষ্ঠীগুলি নির্দিষ্ট করতে পারেন, যা সংবিধানের উদ্দেশ্যে সেই রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত তফসিলি উপজাতি হিসাবে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্রপতি ৩৪১ বা ৩৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আদেশ জারি করার পরে, উক্ত আদেশটি রাজ্য বা কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সংশোধন, সংশোধন, যুক্ত বা কোনও বর্ণ বা উপজাতি মুছে ফেলা যাবে না। এটি কেবল সংসদ, যা তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতির তালিকা থেকে কোনও বর্ণ, জাতি বা উপজাতি অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়ার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাষ্ট্রপতি আদেশ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কেবল সংসদ এবং অন্য কোনও কর্তৃত্বের হাতে নেই। অতএব, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি সমস্ত উদ্দেশ্যে এবং সমস্ত সময়ের জন্য চূড়ান্ত।

৭, এই বিধানগুলি বেশ কয়েকটি মামলায় বিবেচনা করা হয়েছে। এই আদালতের তিনটি সাংবিধানিক বেঞ্চের রায় ব্যতীত আমাদের সবগুলি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। প্রথম সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়টি বি. বাসাবলিঙ্গপ্পা বনাম ডি. মুনিচিন্নাপ্পা [১]-তে দেওয়া হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল যে "ভোদ্দার" বর্ণের কোনও ব্যক্তি দাবি করতে পারেন যে তিনি "ভোভি" বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যা তফসিলি জাতি হিসাবে অবহিত করা হয়েছিল। এই আদালত বলেছিল যে সাধারণত কোনও আদালত বা ট্রাইবুনেলের পক্ষে এই প্রশ্নের মধ্যে যাওয়া বা প্রমাণ নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত নয় যে "ভোদদার" বর্ণটি "ভোভি" বর্ণের মতোই। আদালত এটিকে আইনের একটি স্থির অবস্থান বলে মনে করে যে কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনালের পক্ষে রাষ্ট্রপতির আদেশে কোনও পরিবর্তন করার সুযোগ নেই প্রমাণের উল্লেখ করে যে যদিও আদেশে কেবল "ক" বর্ণের উল্লেখ করা হয়েছে, তবে "খ " ও "ক" বর্ণের অংশ এবং তাই অবশ্যই "ক" বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা উচিত। এই আদালত দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছিল যে যেখানেই একটি বর্ণ বা একটি উপজাতির একাধিক নাম রয়েছে সেখানে রাষ্ট্রপতি আদেশে সাধারণত বন্ধনীতে উল্লিখিত অন্য নাম (গুলি) ১-গুলি। এই রায় দেওয়ার পরে, এই আদালত, মামলার তথ্যে, খুঁজে পেয়েছে যে এই প্রশ্নের মধ্যে যাওয়া প্রয়োজন ছিল কারণ এটি বিতর্কিত ছিল না যে "ভোভি " নামে পরিচিত কোনও বর্ণ ছিল না

১ (১৯৬৫) ১ এসসিআর ৩১৬

মহীশূর রাজ্য ১৯৫৬ সালে পুনর্গঠনের আগে। আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ প্রাসঙ্গিকঃ

বর্তমান মামলার অসুবিধাটি এই সত্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে (যা হাইকোর্টের সামনে বিতর্কিত ছিল না) যে মহীশূর রাজ্যে ১৯৫৬ সালের পুনর্গঠনের আগে যেমন ভোভি নামে কোনও বর্ণ ছিল না। আদেশটি মহীশূর রাজ্যে ভোভি নামে পরিচিত একটি তফসিলি জাতকে বোঝায় যা ১৯৫৬ সালের আগে ছিল এবং তাই এটি অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে কিছু বর্ণ ছিল যা রাষ্ট্রপতি রাজপ্রমুখের সাথে পরামর্শের পরে আদেশে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যখন আদেশে ভোভি জাতটিকে তফসিলি জাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না যে রাষ্ট্রপতি এই আদেশে ভোভি জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যদিও মহীশূর রাজ্যে এমন কোনও বর্ণ ছিল না যা ১৯৫৬ সালের আগে বিদ্যমান ছিল।

এরপরে, এই আদালত তার সামনে উপস্থাপিত উপাদানগুলি উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে "ভোভি" বর্ণটি আগে "ভোদ্দার" বর্ণ হিসাবে পরিচিত ছিল। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত ভোদ্দার বর্ণের একটি সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে সেই বর্ণের নাম "ভোদ্দার" থেকে "ভোভি"-তে পরিবর্তন করা হবে। অবশেষে, সরকারও একটি আদেশ পাস করে উক্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করে।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। সরকারি আদেশে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে সমস্ত সরকারি যোগাযোগ ও নথিতে "ভোদা" নামে পরিচিত সম্প্রদায়কে "বোয়ি" বলা হবে। এই আদালত বানান পরিবর্তনের বিষয়টিও বিবেচনা করেছে যেখানে সরকারি আদেশে "বয় ১" উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু তফসিলি জাতি হিসাবে ঘোষিত বর্ণটি ছিল "ভোভি"। উপরন্তু, সরকারি আদেশে "ভোদা" উল্লেখ করা হয়েছে, "ভোদা" নয়। বিভিন্ন বানানের বিষয়টি বিবেচনা করে সংবিধান বেঞ্চ নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"এখানে আবার এই যুক্তির জোর রয়েছে যে, যেখানে একই বর্ণের বানান আলাদাভাবে করা হত, সেখানে ক্রমটিতে বিভিন্ন বানান সরবরাহ করা হয়েছে যেমনটি ইতিমধ্যে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্নটি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আমাদের যে একই অসুবিধা দেখা দিয়েছিল যে, ভোদ্দার বর্ণ,-কে আদেশে অন্তর্ভুক্ত ভোভি বর্ণ দ্বারা বোঝানো হয়েছিল কিনা, যখন আমরা বানানের পার্থক্য বিবেচনা করি, কারণ এটি বিতর্কিত নয় যে মহীশূর রাজ্যে ভোভি নামে পরিচিত কোনও বর্ণ ছিল না যেমনটি ১৯৫০ সালে আদেশটি পাস হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল। যেহেতু রাষ্ট্রপতি আদেশে একটি অস্তিত্বহীন বর্ণ অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন না মানে

'ভোভি' শব্দটি মহীশূরের কিছু বর্ণের সাথে সম্পর্কিত যেমনটি ১৯৫৬ সালের আগে ছিল এবং তাই আমাদের সেই বর্ণের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এটি কেবল প্রমাণের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। সেই প্রসঙ্গে হাইকোর্ট বলেছে যে ১৯৪৬ সালের আদেশের পর থেকে, ভোদ্দার বর্ণকে ইংরেজিতে বোয়ি, বোভি এবং ভোভি হিসাবে বিভিন্নভাবে বানান করা হয়েছে, যদিও কানাডার সমতুল্য এক এবং একই। তাই হাইকোর্ট এই মামলার অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ইংরেজি বানান পরিবর্তনের কোনও গুরুত্ব দেয়নি।

৮. ভাইয়ালাল বনাম হরিকিশন সিং-এর মামলায় দ্বিতীয় সাংবিধানিক বেঞ্চের রায় ১s? এই মামলায় আবেদনকারী দাবি করেছিলেন যে তিনি 'দোহার' বর্ণের অন্তর্ভুক্ত, যা 'চমার' বর্ণের একটি উপ-বর্ণ। সংবিধান বেঞ্চ বলেছিল যে এই ধরনের তদন্ত অনুমোদিত নয়।
৯. তৃতীয় সাংবিধানিক বেঞ্চের রায় হল মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম মিলিন্টপি-র ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে তফসিলি উপজাতি হল হালবা/হালবি। হাইকোর্ট কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে বলেছিল যে হালবা-কোষ্টি হল 'হালবা' বা 'হালবি'-র অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আদালত বলেছিল যে ১টি আদালতের জন্য অনুমোদিত নয়। পুরো আইনটি নিয়ে আলোচনা করার পরে, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

৩৬, উপরে বর্ণিতএর আলোকে, নিম্নলিখিত অবস্থানগুলি উদ্ভূত হয়ঃ
১, কোনও উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায় বা কোনও উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও অংশ বা গোষ্ঠী সাধারণ নামে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ বা ঘোষণা করার জন্য কোনও তদন্ত করা বা কোনও প্রমাণ দেওয়া একেবারেই অনুমোদিত নয়, যদিও সংবিধান (তফসিলি উপজাতি) আদেশ, ১৯৫০-এ সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিতে এটি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

২. তফসিলি উপজাতি আদেশটি অবশ্যই এই হিসাবে পড়তে হবে। এমনকি এটি বলাও জায়েয নয় যে কোনও উপজাতি, উপ-উপজাতি, কোনও উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের অংশ বা গোষ্ঠী ১ তফসিলি উপজাতি আদেশে উল্লিখিত শব্দের সমার্থক, যদি সেগুলি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করা থাকে।

৩. তফসিলি উপজাতি নির্দিষ্ট করে ৩৪২ অনুচ্ছেদের (১) ধারার অধীনে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি কেবল সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে। অন্য কথায়, যে কোনও উপজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায় বা কোনও উপজাতির অংশ বা গোষ্ঠীকে * থেকে অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়া যেতে পারে

২ এ আই আর ১৯৬৫ এস সি ১৫৫৭

৩ (২০০১) ১এস এস সি ৪

৩৪২ অনুচ্ছেদের (১) ধারার অধীনে কেবল সংসদ দ্বারা আইন দ্বারা এবং অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা তফসিলি উপজাতির তালিকা।

৪. ৩৪২ অনুচ্ছেদের ধারা (১) এর অধীনে জারি করা প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট তফসিলি উপজাতির তালিকা সংশোধন, সংশোধন বা পরিবর্তন করার জন্য রাজ্য সরকার বা আদালত বা ট্রাইবুনেল বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের জন্য উন্মুক্ত নয়।

৫, ভাইয়া রাম মুন্ডা বনাম অনিরুদ্ধ পাতার * এবং দিনা বনাম নারায়ণ সিং মামলায় এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তগুলি সঠিকভাবে আইন প্রণয়ন করেনি যে তদন্তটি অনুমোদিত ছিল এবং রাষ্ট্রপতির আদেশে একটি এন্ট্রি কী হতে চেয়েছিল তা দেখানোর উদ্দেশ্যে নির্দেশিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রমাণ গ্রহণযোগ্য ছিল। উপরের অবস্থান (১)-এ যেমন বলা হয়েছে, এই বিষয়ে কোনও তদন্ত অনুমোদিত নয় এবং কোনও প্রমাণ দেওয়া যাবে না।

এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে মিলিন্দের মামলায় (উপরে), সংবিধান বেঞ্চ আগের দুটি সংবিধান বেঞ্চের রায়ের অনুপাত পুনরায় নিশ্চিত করেছে।
১০. এটা স্পষ্ট যে আদালতের ক্ষমতা খুবই সীমিত এবং আদালত রাষ্ট্রপতি আদেশ বা সংসদ কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি থেকে সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োগ করতে পারে না। একই সময়ে, আদালতকে নিশ্চিত করতে হবে যে আদেশটি এমনভাবে পড়া হয়েছে যাতে রাষ্ট্রপতি বা সংসদ দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা কোনও বর্ণ বা উপজাতি প্রকৃতপক্ষে বাদ না পড়ে।

১১. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী শিবাশীষ মিশ্র বলেন যে, মিলিন্দের মামলায় (উপরে) প্রদত্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও আদালত বা কর্তৃপক্ষের কোনও উপজাতি বা বর্ণ যুক্ত করার কোনও এখতিয়ার নেই। তাঁর মতে, যেহেতু তপশিলি উপজাতি হিসাবে ঘোষিত উপজাতিটি "কুলিস", তাই আদালত এমন ব্যাখ্যা দিতে পারে না যে "কুলি" সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাও তপশিলি উপজাতি হিসাবে ঘোষিত হওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। অন্যদিকে, প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ভি গিরি বলেন যে এটি কিন্তু স্পষ্ট যে "কুলিস" কেবল "কুল"-এর জন্য একটি বহুবচন এবং একটি পৃথক বর্ণ নয়।

১২, বর্তমান মামলার তথ্যে আসা যাক, প্রথম যে আদেশটি নথিভুক্ত করা হয়েছে তা হল সংবিধান (তফসিলি উপজাতি) আদেশ, ১৯৫০ এবং ষষ্ঠ অংশে তফসিল, আইটেম নং ৩১-এ ওড়িশা রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত, "কুলিস" উপজাতিকে তফসিলি উপজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে

৪ (১৯৭০) ২ এসসিসি ৮২৫

৫ ৩৮ ইএলআর২১২; (১৯৬৮) ৮ ডিইসি ৩২৯

সমগ্র ওড়িশা রাজ্যের জন্য পরবর্তী প্রাসঙ্গিক নথি হল তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি তালিকা (সংশোধন) আদেশ, ১৯৫৬ এবং তফসিল ১-এর ৯ম অংশে, যা ওড়িশা রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত, "কুল"-কে কেবল সম্বলপুর জেলায় তফসিলি জাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। একই ক্রমে তফসিল ৩-এর ৯ম অংশে, "কুলিস"-কে ওড়িশা রাজ্য জুড়ে তফসিলি উপজাতি হিসাবে ঘোষণা করা অব্যাহত রয়েছে।

১৩ সংসদ রাষ্ট্রপতির আদেশের পরিবর্তে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি আদেশ (সংশোধনী) আইন, ১৯৭৬ প্রণয়ন করে। এই আইনটি নির্দিষ্ট বর্ণের তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির তালিকা থেকে অন্তর্ভুক্ত ও বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং উপজাতিরা। রাষ্ট্রপতির আদেশ এই আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। ওড়িশা রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত ত্রয়োদশ অংশের তফসিল ১-এ "কুলি" বর্ণের আর উল্লেখ নেই। তফসিলি উপজাতিদের সাথে সম্পর্কিত দ্বাদশ অংশের দ্বিতীয় তফসিলে "কুলি" উপজাতিকে সমগ্র ওড়িশা রাজ্যের জন্য একটি তফসিলি উপজাতি হিসাবে অবহিত করা হয়েছে। এই আদেশের হিন্দি সংস্করণে "কুলি" উপজাতিকে (এ২ @) একটি তফসিলি উপজাতি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৪, "কুলি" সম্প্রদায়ের লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে যে তারা "কুলি" উপজাতির অংশ এবং ওড়িশা হাইকোর্ট সর্বদা বলে আসছে যে "কুলি" শব্দটি "কুল" শব্দের বহুবচন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে "কুল" হল "কুলি" উপজাতির অংশ। এই বিষয়ে প্রথম রায়টি ওড়িশা রাজ্যের সেবারাম মেহের টাই রাজ্যে দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিল যে "কুলি" এবং "কুলি" শব্দের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই কারণ এটি বিতর্কিত ছিল না যে ওড়িশা রাজ্যে "কুহ" নামে পরিচিত কোনও পৃথক সম্প্রদায় নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি আপিলের রায় সহ বিপুল সংখ্যক রায়ে অনুসরণ করা হয়েছিল। ওড়িশা রাজ্য পূর্ববর্তী রায়গুলিকে চ্যালেঞ্জ করেনি, সেই রায়গুলি ওড়িশা রাজ্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে।

১৫. শ্রী মিশ্র বলেন যে, যেহেতু এই রায়গুলি মিলিন্দের মামলায় (উপরে) সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের আগে দেওয়া হয়েছিল, তাই সেগুলিকে ওড়িশা রাজ্য দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। এই জমা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। মিলিন্দের ক্ষেত্রে (উপরে) এই আদালত কেবল বাসাবলিঙ্গপ্পার ক্ষেত্রে এবং ভাটিয়ালালের ক্ষেত্রে (উপরে) এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছিল তা পুনর্ব্যক্ত করেছে। অতএব, আমরা এই বিষয়ে রাজ্যের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারি না।

১৬, আমরা এমনকি অন্যথায় বিষয়টির গুণাগুণের মধ্যে গিয়েছি। আদালত দ্বারা সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করা সত্ত্বেও, আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি

এবং হস্তক্ষেপকারী আমাদের সামনে "কুলিস" নামে একটি পৃথক সম্প্রদায় রয়েছে তা দেখানোর জন্য কোনও উপাদান রাখতে পারেননি। বার বার যে নথিগুলি উল্লেখ করা হয়েছিল সেগুলি ছিল সেই সময়ের সাথে সম্পর্কিত নথি যখন "কুলিস" কে সম্বলপুর জেলায় তফসিলি জাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যেখানে "কুলিস" কে পুরো রাজ্যে একটি উপজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। উভয় পক্ষের দ্বারা উল্লিখিত নথিগুলি যা প্রতিবেদনের প্রকৃতির, ইঙ্গিত দেয় যে "কুল" তাঁতিদের একটি সম্প্রদায় যারা আগে বনবাসী ছিল। এই সম্প্রদায়টি খুব মোটা ধরনের কাপড় বুননে নিযুক্ত। কোনও নথিতেই আমরা এমন কোনও উপাদান খুঁজে পাইনি যা দেখায় যে "কুল" বা "কুলি" দুটি ভিন্ন বর্ণ বা উপজাতি যা কিছু ভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কিত। সমস্ত নথিতে তাদের সমার্থকভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে।

১৭, ১৯৬২ সালে, তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয়েছিলঃ
"কুলিরা একটি উপজাতি হিসাবে-কুলিরা হিন্দু সমাজের বর্ণের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সম্পূর্ণরূপে একীভূত। তারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, অন্যান্য বর্ণের সাথে কার্যকরী সম্পর্ক রাখে এবং একটি কঠোরভাবে নির্দিষ্ট বর্ণের পেশা রয়েছে। তারা হিন্দুদের দেবতাদের উপাসনা করে এবং তাদের কোনও পৃথক দেবতা বা দেবী নেই। তারা এমন খাবার গ্রহণ করে না এবং হিন্দুদের জন্য নিষিদ্ধ এমন প্রথাগুলিতে লিপ্ত হয় না। বরং তারা এই ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের মতো আচরণ করে।

উপসংহার-উপরের অনুসন্ধানগুলির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া যেতে পারেঃ-

(১) কুলিকে একটি উপজাতি হিসাবে বিবেচনা করার কোনও কারণ নেই।

(২) কুলিদের তফসিলি জাতির মর্যাদা রয়েছে কিন্তু সেই পদে তারা অন্যান্য তফসিলি জাতির চেয়ে উচ্চতর অবস্থান দখল করে। অস্পৃশ্যতার একটি সামান্য কলঙ্ক এখন তাদের সাথে সংযুক্ত রয়েছে তবে অদূর ভবিষ্যতে তারা সম্ভবত এটি থেকে মুক্তি পাবে।

সুপারিশ-তাই সুপারিশ করা হয় যে কুলিদের সম্বলপুর এবং বলাঙ্গির উভয় জেলায় তফসিলি জাতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। পাঁচ বছরের সময়কালের পরে তাদের অনির্ধারিত করা যেতে পারে যার মধ্যে তারা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর সমতুল্য মর্যাদা অর্জন করতে পারত।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৮, ১৯৭৯ সালে, অন্য একটি গবেষণায়, নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করা হয়েছিলঃ

কুলিরা এখন পর্যন্ত বয়ন শিল্পের ঐতিহ্যবাহী পেশা অনুসরণ করে। কয়েকটি পরিবার ছাড়া তাদের অন্য কোনও পেশা নেই, যারা চাষাবাদ করে। কুলির জমির এবং কোনও ক্ষেত্রেই-২ একরের বেশি জমির মালিক। কুলিরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ তারা মোটা এবং নিকৃষ্ট ধরনের পোশাকে বিশেষজ্ঞ যা সাধারণত দরিদ্র শ্রেণীর দ্বারা ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু, হাতে বোনা কাপড় ধীরে ধীরে কল তৈরি কাপড় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ফলস্বরূপ তারা হাতে-মুখে অর্থনীতিতে জীবনযাপন করে।

অতএব এটি সুপারিশ করা হয় যে কুলিকে উড়িষ্যায় তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তবে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসাবে সরকার কর্তৃক তাদের সমস্ত সুবিধা প্রদান করা উচিত।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৯, ১৯৭৯ সালে সরকারের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ১৯৭১ সালের জনগণনা বিভিন্ন জেলার "কুলি" জাতিকে "কুহ" উপজাতি থেকে নিম্নরূপ আলাদা করেছে;

ক্রমিক নং,	জেলা	জন সংখ্যা	জন সংখ্যা
		কুলি জাতি	কুলি উপ-জাতি
১	সম্বালপুর	৩৫৫৪	৯৩৬
২	বালাঙ্গির	৫২২	৬৫৭
৩	ফুলবাণই	১০	১৭২
৪	কালাহহান্দি	-	২
৫	গঞ্জম	-	৪০
৬	ধেঙ্কানাল	-	১৯
৭	ময়ুরভাঞ্জ	-	৩৭
৮	সুন্দরগড়	-	২৯
		৪০৮৬	১৮৯২

২০, ১৯৮১ সালে ওড়িশা সরকারের হরিজন ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগের কমিশনার এবং সচিব তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির তালিকা সংশোধনের জন্য ওড়িশা রাজ্যের পক্ষ থেকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। 'কুলি'-র ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে তাঁরা পেশায় তাঁতি, যা মূলত বলাঙ্গির, সম্বলপুর এবং ফুলবানি জেলায় পাওয়া যায়। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে তাঁদের কোনও উপজাতি বৈশিষ্ট্য নেই এবং তাই তাঁদের তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

২১. এই নথিগুলির উপর নির্ভর করে, এটি অনুরোধ করা হয় যে "কুলি" এবং "কুহ" পৃথক এবং "কুলি" সম্প্রদায়ের সদস্যদের "কুলি" হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। আমরা বুঝতে পারি না যে উপরোক্ত নথিগুলি থেকে এটি কীভাবে অনুমান করা যেতে পারে। জনসংখ্যা দেখানো বিবৃতিতে, উভয় সম্প্রদায়কে "কুলি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে তবে পেশা বর্ণনা করার সময়, সম্প্রদায়ের সদস্যদের "কুলি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটি সুপারিশ করা হয়েছে যে "কুল" কে তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এটি দেখায় যে "কুলি" নামে পরিচিত একটি মাত্র সম্প্রদায় ছিল, যাকে সম্বলপুর জেলায় কিছু সময়ের জন্য তফসিলি জাতি হিসাবে বিবেচনা করা হত কিন্তু সমগ্র ওড়িশা রাজ্যের জন্য তফসিলি উপজাতি হিসাবে বিবেচনা করা হত। রাজ্য দ্বারা আমাদের সামনে রাখা কোনও নথিতে, "কুলি" নামে একটি পৃথক বর্ণ বা উপজাতি রয়েছে তা দেখানোর কোনও ইঙ্গিত নেই।

২২. আমরা এখন তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি কমিশনারের ২৪ "প্রতিবেদনটি উল্লেখ করতে পারি। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে ওড়িশা রাজ্যের বিষয়ে প্রস্তুত করা এই প্রতিবেদনে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ

"উড়িষ্যার ক্ষেত্রে, কুলি সম্প্রদায় যা আগে সম্বলপুর জেলায় তফসিলি জাতি হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে" কারণ কুলিদের ইতিমধ্যে রাজ্য জুড়ে তফসিলি উপজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে "

এই প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কুল" সম্প্রদায়কে সম্বলপুরের তফসিলি জাতির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ "কুহ" সম্প্রদায়কে ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে তফসিলি উপজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। "এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, কমিশনারের অভিমত ছিল যে," কুল্ট "সম্প্রদায় যা সম্বলপুর জেলার তফসিলি জাতি হিসাবে ঘোষিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটি ছিল, তা এখন তফসিলি উপজাতির বিভাগে পড়বে।

৮ অনুচ্ছেদ ২.৮-এ, পৃষ্ঠা ১৬

২৩. রাজ্য" "কুলি" "নামে পরিচিত কোনও সম্প্রদায় বা উপজাতি রয়েছে তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রদায়টি" "কুলি" "নামে পরিচিত। উপরন্তু, এটি স্পষ্ট যে ক্রমে ব্যবহৃত" "কুলি" "শব্দটি" "কুলি" "এর বহুবচন প্রকৃতির। এটি উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন নথি থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেখানে" "কুলি" "এবং শব্দগুলি রয়েছে।" "কুহ" শব্দটি বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং যদিও বর্ণ বা উপজাতিকে "কুহ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সম্প্রদায়ের সদস্যদের, যখন একসঙ্গে মোকাবিলা করা হয়, তখন তাদের "কুহ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উপরন্তু, ১৯৭৬ সালের সংশোধনী আইনের হিন্দি সংস্করণে, তফসিলি উপজাতিকে "কুলি" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "কুলি" হিসাবে নয়।

২৪. বাসাবলিঙ্গপ্পার মামলায়, এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ বলেছিল যে "ভোভি" বর্ণের মধ্যে "ভোদ্দার" বর্ণের লোকেরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মূলত এই ভিত্তিতে যে মহীশূর রাজ্য পুনর্গঠনের আগে কোনও "ভোভি" বর্ণ ছিল না এবং তাই, তফসিলি জাতির তালিকায় যা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল তা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতির আদেশকে শূন্য করা যায় না। বর্তমান মামলাটি খুব অনুরূপ। উপরে যেমন বলা হয়েছে, রাজ্যটি "কুহ" নামে কোনও বর্ণ বা উপজাতি রয়েছে তা দেখানোর জন্য কোনও উপাদান নথিতে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রপতি আদেশ এবং আইন উভয় ক্ষেত্রেই "কুল্ট" শব্দটির জন্য "কুলিস" শব্দটি বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

২৫. এই আদালতের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি সচেতন। তফসিলভুক্ত জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের তালিকা পরিবর্তন বা সংশোধন করার জন্য আমরা তা যোগ করতে পারি না। আমরা এটাও জানি যে আমরা এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ বিবেচনা করতে পারি না। একই সঙ্গে, আমরা বিবেচনা করি যে আমরা তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতির তালিকায় উল্লিখিত কোনও জাতি বা উপজাতিকে এমন ব্যাখ্যা দিতে পারি না যা সংসদের অভিপ্রায়কে বাতিল করে দেবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আগে রাষ্ট্রপতি এবং পরে সংসদ তফসিলি উপজাতির তালিকায় "কুলিদের" অন্তর্ভুক্ত করেছিল। দেখা গেছে যে, ওড়িশা রাজ্যে "কুলিস" নামে কোনও সম্প্রদায় নেই। একমাত্র সম্প্রদায় হল "কুলিস"। যদি আমরা "কুলিস"-এ "কুলি" অন্তর্ভুক্ত না করি, তবে মোট ফলাফল হবে যে আমরা তফসিলি উপজাতির তালিকা থেকে কোনও উপজাতি মুছে ফেলব। এটিও কোনও আদালত বা ট্রাইবুনেলের অধিকারী নয়। আমাদের তালিকার এন্ট্রিগুলি এমনভাবে পড়তে হবে যা সংসদের অভিপ্রায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের মতে, আগে রাষ্ট্রপতি এবং পরে সংসদ "কুলিস" শব্দটি ব্যবহার করার সময় কেবল "কুলি" শব্দের জন্য বহুবচন হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। অন্য কোনও ব্যাখ্যার অর্থ হবে যে কেউই "কুলিস" উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুবিধা নিতে পারবে না।

২৬. উপরোক্ত সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে, মামলার অদ্ভুত তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, আমরা মনে করি যে ইংরেজি সংস্করণে "কুলিস" শব্দটি "কুলি" সম্প্রদায়ের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করবে। তদনুসারে আপিলগুলি খারিজ করা হয়। হস্তক্ষেপের আবেদনও খারিজ করা হয়। মুলতুবি আবেদনগুলি, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

দিব্যা পান্ডে *আপিল খারিজ।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।